প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **নওগাঁ**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৮ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**দুবল হাটি প্রাসাদ**		**নওগাঁ সদর**	২৪°৪৭'১২.২" উ. ৮৮°৫২'৫৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	দুবলহাটি প্রাসাদ খ্রি. উনিশ শতকের প্রাচীন স্থাপনা। যা তৎকালীন জমিদার রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী নির্মাণ করেন। বিশাল প্রসাদের বাহিরে ছিল দিঘি, মন্দির, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ষোল চাকার রথসহ বিভিন্ন স্থাপনা। প্রাসাদের সামনে রোমান স্টাইলের বড় বড় পিলার রয়েছে।
২.	**বলিহার রাজবাড়ি**		**নওগাঁ সদর**	২৪°৫০'৪০" উ. ৮৮°৪৮'২১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৪)	বলিহারের জমিদার রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার অন্যতম বিখ্যাত জমিদার ছিল। সম্ভবত সপ্তদম শতাব্দীতে এই রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক জায়গীর লাভ করে বলিহারের জমিদাররা এ এলাকায় নানা স্থাপনা গড়ে তোলেন যার মধ্যে বলিহার রাজবাড়ি অন্যতম। রাজবাড়ির সামনেই রয়েছে তোরণ; ভেতরের কম্পাউন্ডে নাটমন্দির, রাজ-রাজেশ্বরী মন্দির, জোড়া শিব মন্দির আর বিশাল রাজবাড়ি রয়েছে।
৩.	**পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার** (সোমপুর মহাবিহার)		**বদলগাছী**	২৫°০১'৫২.১" উ. ৮৮°৫৮'৩৭.১" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 26)*	পাহাড়পুর মহাবিহার নওগাঁর বদলগাছী উপজেলায় অবস্থিত একটি বৌদ্ধবিহার। এখানে কিছুসংখ্যক পোড়ামাটির সীল ও সীলিং পাওয়া গেছে যেগুলোতে এর প্রকৃত নাম সোমপুর (চাঁদের পাহাড়) মহাবিহার (বিশালাকার বিহারস্থাপত্য) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর নির্মাতা রাজা ধর্মপাল (খ্রীঃ ৭৮১-৮২১)। তিনি ৫০টি বিহার নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। সোমপুর মহাবিহার ধর্মাচরণ, শিক্ষা, জ্যোতির্বিদ্যাসহ শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার গবেষণা ও চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে সমাদৃত ছিল। শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর-এর মতো বৌদ্ধপণ্ডিতগণ এখানে শিক্ষাদানে অংশ নিয়েছিলেন। প্রধান বিহারটি আয়তাকার একটি খোলা চত্বরের মধ্যখানে যার চারবাহুতে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে। বিহার ছাড়াও নিবেদন স্তুপ, প্রার্থণালয়, কূপ ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা পাওয়া গেছে এখানে। হিমালয় অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিহারস্থাপত্য। ১৯৮৫ সাল হতে এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**সত্যপীরের ভিটা**		**বদলগাছী**	২৫°০১'৫০.২" উ. ৮৮°৫৮'৫৩.১" পূ.	৩০ মে ১৯৩৪ (প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৬)	পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন পূর্ব দিকে সত্যপীর ভিটা অবস্থিত। সত্যপীর ভিটা নামটির উৎপত্তি খ্রিস্টীয় ষোল-সতের শতকের দিকে হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সত্যপীর ভিটায় রয়েছে একটি বৌদ্ধ তারা মন্দির এবং মন্দির ঘিরে রয়েছে ১৩২টি বিভিন্ন আকার আয়তনের নিবেদন স্তুপের ধ্বংসাবশেষ। তারা মন্দিরের চতুর্দিকে বিভিন্ন অলংকরণে শোভিত স্তুপের সংখ্যাধিক্য মন্দিরের গুরুত্ব ও খ্যাতির সাক্ষ্য দেয়। একটি নিবেদন স্তুপের স্মারক কুঠরী থেকে কয়েক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির নিবেদন স্তুপের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায়, হাজার হাজার পূণ্যার্থী তারা মন্দিরে আসতেন এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্বরূপ স্তুপ নিবেদন করতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রায় ৫০টি তারা দেবীর ফলক ও একটি ব্রোঞ্জের জম্বল মুর্তি ও অন্যান্য প্রত্নসামগ্রী পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম-দশক শতকের দিকে তারা দেবীর সম্মানে সত্যপীর ভিটার মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল।
৫.	**হলুদবিহার ঢিবি** (হলুদ বিহার)		**বদলগাছী** বিলাশবাড়ী	২৪°৫৫'৫৬.৯" উ. ৮৮°৫৮'১৯.৯" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ নং-এলবি/১এ-৩১/৭৬/৫৬৬, সংক্রী, ২৮ আগস্ট ১৯৭৬	পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার থেকে ১৫ কিমি দক্ষিণে হলুদবিহার প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। মূলত: এখানে একটি মাঝারি আকারের বৌদ্ধ সংঘারাম ও তার পাশে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। বর্তমানে সংঘারামটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। উৎখননের ফলে এখানে একটি উঁচু আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। মন্দিরের পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি সলিড স্তুপ, তার সামনে মণ্ডপ এবং পূর্বে রয়েছে সংকীর্ণ সিঁড়িপথ। খননে প্রাচীন লিপিযুক্ত পোড়ামাটির সিলিং, ফলক, অলংকারিক ইট ও অন্যান্য প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন বিচারে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ হলুদবিহার পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের সমসাময়িককালে নির্মিত বলে মনে করেন।
৬.	**ধীবর পিলার** (কৈবর্ত পিলার)		**পত্নীতলা**	২৫°০৭'২০.০" উ. ৮৮°৩৭'১৪.৪" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার থেকে ২২ কি.মি. পশ্চিমে একটি বিরাটাকার দিঘি দেখা যায়। এ মধ্যখানে বেলে পাথরের নির্মিত অষ্টকৌণিক স্তম্ভ দন্ডায়মান। স্তম্ভের চূড়াটি কারুকার্যময় মুকুটের আকারে নির্মিত। পন্ডিতদের ধারণা, খ্রিষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকে মহীপালের বংশধর কৈবর্ত রাজা ভীমের শাসনামলে এ স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	ধাপের ঢিবি		পত্নীতলা	২৫°৩'৮.৬৪" উ. ৮৮°৫২'৬.৮৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৩)	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় ধাপের ঢিবি প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। ঢিবিটি প্রাচীন জনবসতির চিহ্ন হিসেবে দাড়িয়ে রয়েছে। প্রত্নস্থলটি জনশ্রুতি মোতাবেক ৮ম-৯ম শতাব্দীর নিদর্শন হিসেবে ধারণা করা হয়।
৮.	কালির থান		পত্নীতলা	২৫°২'৫৯.০৬" উ. ৮৮°৫২'১৪.০৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৫)	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার আমাইড় ইউনিয়নের চকভবানীপুর গ্রামে কালির থান প্রত্নস্থানটি অবস্থিত। প্রত্নস্থলটি জনশ্রুতি মোতাবেক ৮ম-৯ম শতাব্দীর নিদর্শন হিসেবে ধারণা করা হয়।
৯.	যোগী ঘোপা		পত্নীতলা	-	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ আগস্ট ২০২২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৫৬)	ঘোকশী বিলের পশ্চিম পাড়ে যোগী ঘোপা অবস্থিত। ঢিবির দক্ষিণাংশের তুলনায় উত্তরাংশ অনেকখানি উঁচু। বৃটিশ জরিপকারী বুকানন হেমিলটন ১৮০৮-১৮০৯ সালে এবং আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম ১৮৭৯-১৮৮০ সালে স্থানটি পরিদর্শন করেন। এখানে পাল বংশের তৃতীয় রাজা 'দেবপালের বাড়ি' ছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে যা রাজা *দেবপাল কা ছত্রী* নামে পরিচিত।
১০.	চৌজা মসজিদ	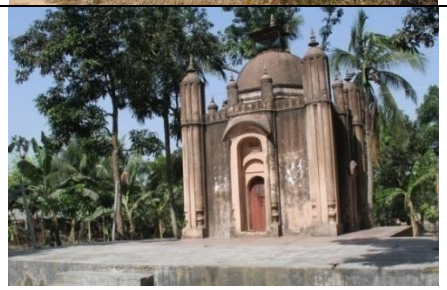	মান্দা	২৩°২'৫১'০০" উ. ৯০°০৯'৫৩" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: শাঃ৬/প্রত্নঃ অধিঃ-১৬/৯৮/৭১০ ১৯ জুন ২০০২	মসজিদটি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার অন্তর্গত চৌজা গ্রামে অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদে মোট তিনটি খিলান দরজা এবং চার কোণায় চারটি বুরুজ রয়েছে। ধারণা করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	**কুসুম্বা মসজিদ**	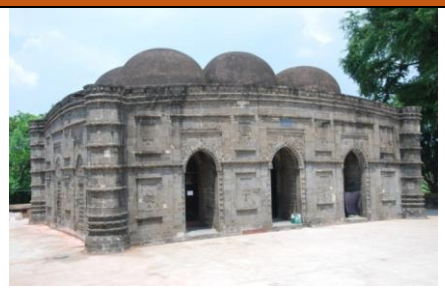	**মান্দা**	২৪°৪৫'১০.০" উ. ৮৮°৪০'৫৩.৩" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 25)*	আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের ছাদ ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রতি কোণে রয়েছে একটি করে অষ্ঠাকৌণিক বুরুজ। এর প্রতিটি খিলান- দরজা এবং মিহরাবের মুখ খাঁজ কাটা। এ মসজিদে লাগানো একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের শাসনামলে জনৈক সোলায়মান কর্তৃক ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদের পূর্বদিকে একটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দিঘি রয়েছে।
১২.	**মহীসন্তোষ মসজিদ** (ঢিবি)		**ধামইরহাট**	২৪°৫৫.৯৪৯" উ. ৮৮°৫৮.২৪৩" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 15)*	এই ঢিবিটির দক্ষিণ দিকে ১৯৬৬ সালে বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল। এ খননের ফলে এ স্থানে একটি বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছিল যা খনন সমাপ্তির পর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। জানা যায় এখানে দু'টি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল। শিলালিপির তথ্যসূত্রে পন্ডিতদের ধারণা, এস্থানে মধ্যযুগীয় রারকাবা টাকশালের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে।
১৩.	**আগ্রাদ্বিগুন মাউন্ড**		**ধামইরহাট**	২৫°১০'৪০.৮"পূ. ৮৮°৪২'১৪.২"পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন দক্ষিণ কাশিপুর গ্রামে প্রাচীন আগ্রাদ্বিগুণ ঢিবিটি অবস্থিত। পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি গ্রাম আগ্রা ও দ্বিগুন মিলে আগ্রা-দ্বিগুন নামক স্থানে আগ্রাদ্বিগুন মাউন্ড অবস্থিত। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটি বর্গাকার স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। স্থাপত্য কাঠামোর পশ্চিম দেয়ালের অভ্যন্তরে তিনটি মিহরাব সদৃশ কাঠামো, পূর্ব দেয়ালে তিনটি দরজার অস্তিত্ব, উন্মুক্ত অঙ্গন ও পলেস্তারাবিহীন স্থাপত্য কাঠামো উন্মোচিত হয়।
১৪.	**জগদ্দল বিহার**		**ধামইরহাট**	২৫°০৯'৩২.৩" উ. ৮৮°৫৩'১৫.৫" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 25)*	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার জগদ্দল গ্রামে জগদ্দল বিহার অবস্থিত। ঐতিহাসিক বিবরণ হতে জানা যায় পাল রাজা রামপাল (১০৭৭-১১২০খি:) জগদ্দল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারা মূর্তি স্থাপন করেন। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মুক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত প্রমুখ পন্ডিতগণ জগদ্দল মহাবিহারে ছিলেন এবং জগদ্দল মহাবিহারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হতো। এখানে উৎখননের ফলে একটি বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						হয়েছে যার চার কোণায় চারটি গোলাকার বুরুজের ন্যায় কক্ষ আছে। বুরুজ কক্ষ ছাড়াও এখানে মোট ৩৪ টি ভিক্ষু কক্ষ দেখা যায়। বিহারের পূব দিকে রয়েছে প্রধান প্রবেশ পথ। ভিতরে অবস্থিত প্রধান মন্দিরটি বর্গাকার। প্রধান মন্দিরের সামনে মন্ডপে সমদূরত্বে চার জোড়া মোট ০৮টি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ ছিল। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু গুলির মধ্যে রয়েছে পাথরের বিভিন্ন মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, অলংকারিক ইট, লোহার পেরেক ও কাঁটা, পোড়ামাটির বল, পাথরের নালা, পাথরের গুটিকা ও প্রচুর মৃৎপাত্রের টুকরা ইত্যাদি। তিব্বতীয় গ্রন্থমালার সূত্র থেকে জানা যায় তৎসময়ের পাঁচটি বিখ্যাত মহাবিহারের (বিক্রমশীল, নালন্দা, সোমপুর, ওদন্তপুর ও জগদ্দল মহাবিহার) মধ্যে একটি ছিল জগদ্দল মহাবিহার।
১৫.	**বাদল পিলার/গরুড় পিলার** (ভীমের পান্টি)		**ধামইরহাট**	২৫°০৬'১৯.৩" উ. ৮৮°৫৬'০৪.৩" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 22)*	মঙ্গলবাড়ি বাজার থেকে প্রায় ৪০০ মি. দক্ষিণে নিচু বিলের মাঝখানে এ স্তম্ভটি অবস্থিত। স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি গরুড় মূর্তি ছিল। যা বর্তমানে অনুপস্থিত। বর্তমানে স্তম্ভের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় ২৮ পঙ্ক্তির একটি শিলালিপি আছে। এ শিলালিপিতে পাল নৃপতি নারায়ণপাল দেবের রাজত্বকালে (৮৫৪-৯০৮খ্রিঃ) নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের এ প্রশস্তিতে তাঁর পিতা কেদার মিশ্র, পিতামহ সোমেশ্বর মিশ্র, প্র-পিতামহ দর্ভপাণি, প্র-প্র-পিতামহ গর্গ প্রমুখ সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য রয়েছে।
১৬.	**কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিসর কাচারী বাড়ী ও তৎসংলগ্ন কীর্তিসমূহ**		**আত্রাই**	২৪°৩৭'০০.৫" উ. ৮৯°০৫'২১.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ জুলাই ১৯৯৩ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	নাগর নদীর তীরে একটি নিবিড় মনোরম পরিবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এ কাছারি বাড়ি অবস্থিত। জমিদারী দেখাশুনার সময় কবি মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। প্রায় বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একতলা বিশিষ্ট এ ভবন। ভবনটি বর্তমানে রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দক্ষিণমুখী সিংহদ্বার বিশিষ্ট ভবনের সম্মুখ ভাগে নাগর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত মাঠ রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	**কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিউশন**		**আত্রাই**	২৪°৩৬'৫৬.৭" উ. ৮৯°০৫'১৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ আগস্ট ২০১৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৭৮)	কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন পতিসর গ্রামে অবস্থিত। এই ইনস্টিটিউশন বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে ১৯৩৭ সালে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় ঘরটি আয়তাকার এবং টালি ও টিনের ছাউনী দিয়ে নির্মিত।
১৮.	**ইসলামগাথী জামে মসজিদ**	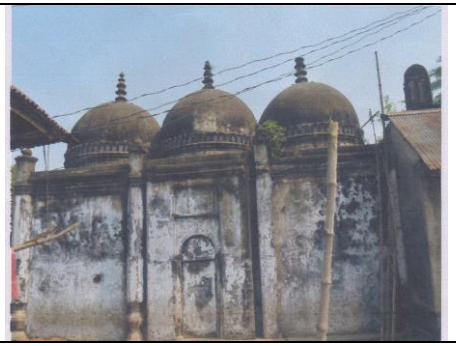	**আত্রাই**	২৪°৩৫'২০.৪" উ. ৮৯°০১'৪৭.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৩৫)	নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলাধীন ইসলামগাথী গ্রামে ইসলামগাথী জামে মসজিদটি অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।